SEMESTER-4
PAPER:CC-9
MODULE-2
পাঠ প্রণেতা: ড. অনুরাধা গোস্বামী

অলংকার:

অলংকার দুরকম। শব্দালঙ্কার যা শব্দ বা ধ্বনি দিয়ে গড়ে উঠেছে। আর অর্থালঙ্কার যা শব্দের অর্থ দিয়ে গড়ে উঠেছে। আমরা একটা শব্দালঙ্কার আর একটা অর্থালঙ্কার নিয়ে আলোচনা করি।

শ্লেষ অলংকার : যখন একটা শব্দ একবার মাত্র ব্যবহার হয় অথচ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে শ্লেষ অলংকার বলে। যেমন:

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

এখানে একটি শব্দ ঈশ্বর একটি শব্দ গুপ্ত এবং একটি শব্দ প্রভা কর। শব্দগুলি মাত্র একবার করেই ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে। যেমন ঈশ্বর কবি ঈশ্বর গুপ্ত, দ্বিতীয় অর্থ ভগবান ।গুপ্ত অকেজো দ্বিতীয় অর্থ লুক্কায়িত ।প্রভাকর প্রথম অর্থ পত্রিকা বিশেষ যা ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদনা করেছিলেন ,দ্বিতীয় অর্থ সূর্য। তাহলে কাব্যাংশটির দু'রকম অর্থ হচ্ছে প্রথম অর্থ কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত একজন অখ্যাত কবি? তিনি সর্বত্র পরিচিত ব্যক্তি।

তার প্রতিভা বলে প্রভাকর নামক সংবাদপত্রটি সর্বজনবিদিত হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ কে বলে জগদীশ্বর ভগবান লুকিয়ে থাকেন? ইনি সর্বত্র অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়ে টিয়েছে তার দীপ্তিতে সূর্য দীপ্তি পাচ্ছে। সুতরাং উদ্ধৃতি টি একটি শ্লেষ অলংকারের।

এই শ্লেষ অলংকার দুভাগে বিভক্ত: ১.অভঙ্গ শ্লেষ ২. স্বভঙ্গ শ্লেষ।

প্রথমে বলি অভঙ্গ শ্লেষ : যে শব্দটিতে শ্লেষ অলংকার হয় তাকে না ভেঙ্গে যদি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায় তবে তাকে অভঙ্গ শ্লেষ বলে। যেমন **:পূজা শেষে কুমারী বলল ঠাকুর আমাকে একটি মনের মতো বর দাও**

এখানে **বর** একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু দু'রকম অর্থ প্রকাশ করছে

প্রথম বর মানে আশীর্বাদ আর দ্বিতীয় বর মানে স্বামী

অর্থাৎ কুমারীর কথাতে আমরা দুটি অর্থ পাচ্ছি। এক-আমাকে মনের মত একটি আশীর্বাদ করো

দুই- আমাকে আমার মনের মত স্বামী দাও।সুতরাং এটি একটি শ্লেষ অলংকার এবং বর শব্দটি অভঙ্গ বলেই এটি অভঙ্গ শ্লেষ।

এবারে আসি স্বভঙ্গ শ্লেষ : যে শব্দটিতে শ্লেষ অলংকার হয় যদি তাকে না ভেঙে একটি অর্থ পাওয়া যায় এবং ভেঙে অন্য একটি অর্থ পাওয়া যায় তবে তাকে স্বভঙ্গ শ্লেষ বলে।

যেমন : জগত টাকার বশ।

এখানে শ্লেষ অলংকার হয়েছে **'টাকার'** শব্দটি কে নিয়ে। কারণ টাকার শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ পাই। কি না এই জগতটি টাকাতে বশীভূত। আবার টাকার শব্দটিকে ভাঙ্গা যায় টা-কার। এখন যদি তা শব্দটির জগৎ শব্দের সঙ্গে যোগ করে বলি জগতটা কার বশ? তখন আলোচ্য বাক্যের প্রথম অর্থ থাকে না। তখন অর্থ হয় জগৎটা কার দ্বারা বশীভূত হচ্ছে? সুতরাং টাকার শব্দটাকে ভাঙলে একটি প্রশ্নসূচক বাক্য হয় তার মানে হয় অন্য এক রকম। আবার টাকার শব্দকে না ভাঙলে অন্য অর্থ দাঁড়ায়। সুতরাং আলোচ্য লাইনটি একটি স্বভঙ্গ শ্লেষ।

এবারে আসি অর্থালঙ্কার এর ক্ষেত্রে সমাসোক্তি অলংকার।

উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপিত হলে সমাসোক্তি অলংকার হয়। এখানে উপ মেয়টি সর্বদা অচেতন বা জড়বস্তু এবং উপমানটি সর্বদা সচেতনবস্তু বা জীব বলে বিবেচিত হয় এবং এই জড়ের ওপর জীবের ধর্ম আরোপিত হলেই সমাসোক্তি অলংকার হয়।

যেমন: 'সন্ধ্যা আসিছে অতি ধীর পায়ে দুহাতে প্রদীপ নিয়ে'।

এখানে উপমেয় সন্ধ্যা অচেতনবস্তু। উপমান উল্লিখিত নয়। কিন্তু কাব্যাংশটি পাঠ করলেই বোঝা যায় সে হবে একজন গৃহবধূ যে প্রদীপ হাতে ধীর পায়ে আসছে।। এই গৃহবধূর ধর্মই অচেতনবস্তু সন্ধ্যার ওপর আরোপিত হচ্ছে। হঠাৎ কবি এই অচেতন সন্ধ্যা কে সচেতন গৃহবধূ করে তুলেছেন।এই যে জড়বস্তুতে মনুষ্য ধর্মের আরোপ এজন্যই এই অলংকারকে সমাসোক্তি অলংকার বলে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। অলংকার চন্দ্রিকা- শ্যামাপদ চক্রবর্তী

২। বাঙলা অলংকার -জীবেন্দ্র সিংহ রায়